**রামু কেন্দ্রীয় সীমা, রামু মৈত্রী বিহার ও বিমুক্তি বিদর্শনভাবন কেন্দ্রসহ**

**১২টি মন্দির/বিহারের উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

রামু, কক্সবাজার, মঙ্গলবার, ১৯ ভাদ্র ১৪২০, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সেনাবাহিনী প্রধান,

সুধিমন্ডলী।

আসসালামু-আলাইকুম।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আপনারা সবাই জানেন, গত বছরের ২৯শে সেপ্টেম্বর কতিপয় দুষ্কৃতকারীর প্ররোচনায় এই রামুতে ১২টি এবং উখিয়ায় ৭টি বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়।

আমি ৮ অক্টোবর ২০১২ ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলো পরিদর্শন করি এবং এগুলো পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের আশ্বাস দেই।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত বিহার ও মন্দিরগুলোর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সেনাবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ‘‘ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার'' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। এতে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মাত্র আট মাসের মধ্যে উনিশটি পৃথক স্থানে দৃষ্টিনন্দন বৌদ্ধ বিহার ও মন্দির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করেছে।

বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলোতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা স্থপতিদের ঐতিহ্যগত নক্‌শাসমূহ সংযোজন করা হয়েছে।

রামু ও উখিয়ার স্থানীয় প্রশাসন ও আপামর জনসাধারণ এই কর্মকান্ডে আন্তরিক সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছেন।

আমি এই প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বৌদ্ধ বিহার এবং ও মন্দিরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল, এগুলোর পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের মাধ্যমে সে ক্ষত দূর হয়েছে বলে আমি আশা করি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি রাষ্ট্রের প্রতি আপনাদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কারণ এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর আমরা দ্রুত দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে আমরা যথাযথ আইনী ব্যবস্থা নেব।

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ উদার ধর্মীয় মূল্যবোধের রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের মানুষ মিলে মুক্তিযুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন করেছি। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সবাই অবদান রেখে চলেছি। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্মের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমাদের এ ভূখন্ড এক সময় গড়ে উঠেছিল সোমাপুরী মহাবিহার, বাসু বিহার, হলুদ বিহার, সীতাকোট বিহার, শালবন বিহার ও পন্ডিত বিহারের মত বিশ্বখ্যাত মহাবিহার। এগুলো ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র। পন্ডিত অতীশ দীপঙ্কর, শীলভদ্র, কমলশীল ও শান্তরক্ষিত এদেশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

আমাদের সরকার মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, প্যাগোডাসহ সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে সমান দৃষ্টি দিয়েছে।

আমরা ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার, মেরুল বাড্ডা বৌদ্ধবিহার, চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহারসহ বিভিন্ন বিহারের সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। ঢাকার উত্তরায় বৌদ্ধ বিহারের জন্য জায়গা দিয়েছি। ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারকে আরও সাত কাঠা জমি দেয়া হয়েছে।

আমি সবসময় বলি, ‘‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।'' এই শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আমাদের অহঙ্কার। একটি ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠী আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে চাইছে। বিভিন্ন উসকানি দিচ্ছে। তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক প্রতিটি নাগরিককে সজাগ থাকতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। যেকোন মূল্যে আমাদের হাজার বছরের লালিত সম্প্রীতি রক্ষায় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আসুন, জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠা করি।

সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।